দৈনিক বাংলা

030

তারিখ ...11 OCT 1988... পৃষ্ঠা... 3 ...কলাম... 1 ...

(52)

স্কুল বন্ধ থাকায় বার্ষিক পরীক্ষা নিয়ে জটিলতা

।। খায়রুল আনোয়ার ।।

ভয়াবহ বন্যায় দীর্ঘ এক মাস বন্ধ থাকার ফলে রাজধানীর স্কুলসমূহে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠান নিয়ে জটিলতা দেখা দিয়েছে।

কয়েকটি স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ ইতিমধ্যে পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। আবার অনেক স্কুলে পরীক্ষা পিছানো হবে কি হবে না—এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। ফলে এসব স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের মাঝে বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে।

অন্যদিকে কোন কোন স্কুল কর্তৃপক্ষ অন্যান্য বছরের মত এবারও পূর্ব নির্ধারিত সময়েই পরীক্ষা নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ফলে রাজধানীর স্কুলসমূহে বার্ষিক পরীক্ষা অনুষ্ঠানের বিষয়ে এখন তিন ধরনের পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

(শেষ পৃঃ ১-এর কঃ দঃ)

(১ম পৃঃ পর)

এদিকে ১৯৮৯ সালের এসএসসি পরীক্ষা নির্ধারিত সময় অর্থাৎ আগামী মার্চ মাসে হবে কিনা সে বিষয়েও ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবক মহলে সংশয় দেখা দিয়েছে।

উল্লেখ্য এবারের প্রলয়ংকরী বন্যায় দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মত রাজধানীর সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও পুরো সেপ্টেম্বর মাস বন্ধ ছিল। এই এক মাস রাজধানীর সকল স্কুল-কলেজে কোন ক্লাস হয়নি। ১লা অক্টোবর ঢাকার অধিকাংশ স্কুল-কলেজ খুলেছে। তবে অনেক বন্যার্ত চলে যেতে বিলম্ব করায় আশ্রয় শিবির হিসাবে ব্যবহৃত পুরনো ঢাকার বেশ কিছু স্কুল পয়লা তারিখে খোলেনি। এসব স্কুলে এক সপ্তাহ পরে ক্লাস শুরু হয়েছে।

গত এক মাস ক্লাস না হওয়ার কারণে কয়েকটি স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা পিছিয়ে দেয়া হয়েছে। রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল জনাব শামসুল হক গতকাল জানান যে এই প্রতিষ্ঠানের স্কুল সেকশনের বার্ষিক পরীক্ষা নবেম্বরের পরিবর্তে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে শুরু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পরীক্ষা পিছানো হয়েছে ভিখারুননেসা নূন স্কুলের। এই স্কুলের পরীক্ষাসমূহ আগামী মাসের নয় তারিখ থেকে শুরু হওয়ার কথা ছিল। এখন এই তারিখ পিছিয়ে একই মাসের ২০ তারিখে নেয়া হয়েছে। এছাড়া এই স্কুলের সাপ্তাহিক ছুটি এখন দুদিনের পরিবর্তে একদিন করা হয়েছে।

ধানমন্ডি সরকারী বয়েজ হাই স্কুল এবং গবর্নমেন্ট ল্যাবরেটরী হাইস্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। ধানমন্ডি বয়েজের প্রধান শিক্ষক কাজী তাহাজ্জুদ হুসেন জানিয়েছেন যে পরীক্ষার তারিখ এখনও নির্ধারণ করা হয়নি। তবে পরীক্ষা পিছানোরও কোন নির্দেশ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে এ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তিনি অবশ্য নবেম্বরের শেষ ভাগে পরীক্ষা শুরুর পক্ষে মত দিয়েছেন।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, গবঃ ল্যাবরেটরী স্কুলে পরীক্ষা পিছানোর চিন্তা-ভাবনা চলছে। তবে এখনও কোন সিদ্ধান্ত হয়নি। উদয়ন বিদ্যালয়ে নির্ধারিত নবেম্বর মাসেই পরীক্ষা নেয়ার জন্যে সাপ্তাহিক ছুটি দুদিনের স্থলে একদিন করা হয়েছে। পুরনো ঢাকার কয়েকটি স্কুলে গতকাল যোগাযোগ করে জানা যায় যে এসব স্কুলে বার্ষিক পরীক্ষার তারিখ এখন পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়নি।

বন্যার ফলে স্কুল বন্ধ থাকায় এবং লেখাপড়ার ক্ষতি হওয়ায় আগামী এসএসসি পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ে হবে কিনা তা নিয়ে শিক্ষার্থী এবং অভিভাবকদের মাঝে বর্তমানে জল্পনা-কল্পনা চলছে। এ ব্যাপারে গতকাল যোগাযোগ করা হলে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের একজন কর্মকর্তা বলেন, এ বিষয়ে এখনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তবে পরীক্ষা না পিছিয়ে মার্চ মাসে নেয়ার বিষয়েই চিন্তা-ভাবনা চলছে। আর এ হিসাবে নবেম্বরের মাসের মধ্যে টেস্ট পরীক্ষা শেষ করতে স্কুলগুলোকে বলা হয়েছে। তিনি আরও বলেন যে এপ্রিলে রমজান মাস শুরু হবে। তাই মার্চ মাসে এসএসসি পরীক্ষা নেয়া না গেলে রমজানের পর এসএসসি এবং এইচএসসি—এই দুটি পরীক্ষা নিয়ে সমস্যা দেখা দেবে।